## নিউ ইয়র্কে গাফ্ফার চৌধুরী

### মিনা ফারার বই'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আব্দুল গাফফার চৌধুরী

# জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, ছিলেন পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট, বাংলাদেশের খলনায়ক

**এখন সময় রিপোর্ট:** লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশী লেখক, সাংবাদিক এবং আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী গানের লেখক গাফ্ফার চৌধুরী বলেছেন 'জেনারেল জিয়াউর রহমান কখনো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর এজেন্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় খলনায়ক হলেন জিয়াউর রহমান'।

নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী লেখক মিনা ফারাহর বই 'হিটলার টু জিয়া' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দানকালে আব্দুল গাফফার চৌধুরী এসব কথা বলেন। গত ১ মে বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয় বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্টান।

গাফ্ফার চৌধুরী বলেন জিয়াউর রহমান কখনোই রাজনীতিক ছিলেন না; রাজনীতির নামে ভন্ডামী করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ধ্বংস করে গেছেন। গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, 'তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সহ ফ্যাসিষ্ট শক্তির কাছে বাংলাদেশকে বিক্রি করে গেছেন। তিনি নন-প্যাট্রিয়ট আর্মির হাতে দেশকে তুলে দিয়ে গেছেন যারা বিদেশ থেকে ডলার কামায় আর দেশের মানুষকে নির্যাতন করে'।

'আমি জিয়াউর রহমানকে কখনো যুদ্ধ করতেই দেখিনি অথচ তিনি নাকি স্বাধীনতার ঘোষক', এমন মন্তব্য করে গাফ্ফার চৌধুরী বলেন তার চুল আঁচড়ানোর জন্যই এক ঘন্টা সময় লাগত। তিনি বলেন জেনারেল ওসমানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করার কারণে জিয়ার সমর্থিত সেনারা দুইবার বিদ্রোহ করে। যার কারণে তার বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল করার আদেশ হয়। কিন্তু তাজউদ্দিন তাকে ক্ষমা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তলে তলে জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রাখার কারণে তার জেড ফোর্সকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। যুদ্ধের শেষ দুই মাস তিনি যুদ্ধ করেন নি।

মিনা ফারাহ্র বইটি পড়ার পর গাফ্ফার চৌধুরী বলেন ইতিহাসের এমন সত্য কথা বলার মত সাহস বাংলাদেশের কোন লেখকেরই হয়নি; অথচ মিনা ফারাহ্ বলিষ্ঠবাবে তা তার বইতে উপস্থাপন করেছেন। জিয়াকে কেন মুক্তিযোদ্ধা বলা হবে না তার ১৭১টি কারন দেখিয়েছেন মিনা ফারাহ্ তার বইতে। তিনি বলেন বইটি লেখার ভঙ্গী এবং ভাষা বেশ মানসম্মত।

তিনি বলেন জিয়ার বিষয়ে বইতে যা লেখা হয়েছে তা যদি কোন অংশে মিথ্যা অথবা বানানো হত তবে বইটি প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ করা হত। কিন্তু তা করার সাহস দেখায়নি কেউ। তাই এই বইয়ের তথ্যগুলো প্রমান করে এগুলো সব সত্য।

বইটির প্রকাশক চারুলিপিকে তাদের সাহসীকতার জন্য ধন্যবাদ দেন তিনি।

বর্তমান সরকার সম্পর্কে জনাব চৌধুরী বলেন, 'দা গভর্নমেন্ট ইজ নাথিং বাট এ সিভিল ফেস অব মিলিটারী গভর্নমেন্ট'। গত বছরের ১১ জানুয়ারী 'মিথ' করা হয়েছে বিএনপিকে রক্ষার জন্য। তারা আবারো বিএনপিকে ক্ষমতায় আনবে। তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে বহু কাজে হাত দিলেও আজ পর্যন্ত কেন তারা জামাতকে ধরেনি তা নিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

গাফ্ফার চৌধুরী বলেন জিয়া যা শুরু করে অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন সুনিপুনভাবে তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা সমাপ্ত করেছেন। সমাজের সর্বত্র তিনি জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

তিনি বলেন জিয়া ভারত থেকে একফোটা পানি আনতে পারেনি। এরশাদও পানি আনার জন্য কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু সফল হননি। অথচ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার ৫ বছর শাষণামলে পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপন করেছেন এবং ভারত থেকে পানি আদায় করে ছেড়েছেন।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ আর্মিকে পাকিস্তানী আর্মিতে পরিণত করে গেছেন, আর ভারতকে বাংলাদেশের চির শত্রু রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন এমনও প্রমান আছে গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী বালুরহাটে আর্মিদের সমাবেশে নিয়মিত ওয়াজ করত। আর্মির মগজ ধোলাই করত।

তিনি বলেন কামরুজ্জামান নামকরা যুদ্ধ অপরাধী। অথচ ইসলামী শিক্ষার নামে, হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসার নামে- জামাতের মাধ্রমে সে কোটি কোটি ডলার আয় করেছে বিদেশের কাছ থেকে। শোনা যায় জামাতের ফান্ড ১২০০ কোটি ডলারেরও বেশী।

এই অর্থ খরচ করে এমনভাবে তারা সমাজের সর্বত্র ঢুকে গেছে যে আর রেহাই নেই। তারা বাংলাদেশের গ্রামীন এবং শহুরে নারীদেরকে হেজাব পরাতে বাধ্য করেছে। নারীদেরও মস্তিস্ক ধোলাই করে যাচ্ছে জামাতীরা।

এসবের প্রতিবাদ করার কারনে এনজিওগুলো এখন জামাতের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন জেনারেল জিয়া এসবের গোড়াপত্তন করে গেছেন। তিনি গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশে জন্ম হলেও তার ছিল পাকিস্তানী পাসপোর্ট। তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশী হয়েও তার নাগরিকত্ব খোয়াতে হয়েছে। জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে তার নাগরিকত্ব।

তিনি বলেন দেশে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের আন্দোলন চলছে। কিন্তু আইন আদালতের যে অবস্থা তাতে সেই বিচার কোনদিন হবে বলে তার বিশ্বাস কম।

জনাব চৌধুরী বরৈন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য মূল অপরাধী জেনারেল জিয়া। জোর করে ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংজোযন, আবার বিপরীতভাবে ৪০ হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স দেয়া সহ নানা অপকর্মের গোড়াপত্তন করে গেছেন জেনারেল জিয়া।

এরশাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন তিনিও চরম ভন্ড ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি কোন মসজিদে নামাজ পড়বেন তা স্বপ্ন দেখতেন। এরশাদ ব্যাভীচারী ছিলেন অথচ সর্বত্রই তাকে তোয়াজ করা হত এখনো হয় কোন শক্তির কারনে। তিনি প্রশ্ন রাখেন তসলিমার বেলায় বিধান দেখানো হয়, কিন্তু এরশাদের বেলাতে নেই কেন।

গাফ্ফার চৌধুরী বলৈন জিয়াউর রহমান ইসলামকে ভাঙ্গিয়ে - ইসলামকে ব্যাবহার করে বহু মৌলবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি যে ১৩০০ মুক্তিযোদ্ধাকে জেলের মধ্যে হত্যা করেছেন তার প্রমান এ্যামনেষ্টির রিপোর্ট। কর্নেল তাহেরের মত মানুষকেও হত্যা করেছেন জেনারেল জিয়া।

তিনি বলেন তারই ধারাবাহিকতায় হত্যা করা হয়েছে আহসান উল্লাহ মাষ্টার কিংবা এএসএম কিবরিয়ার ন্যায় গুনী মানুষদেরকেও। হাসিনাকে হত্যার জন্য গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রানে বেচে যাওয়ার কারনে আজ তাকে জেলে পচিয়ে মারার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন খালেদা বা তারেক রহমানকেও জেলে নেয়া হয়েছে অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জশীট নেই। তিনি বলেন সাঈদ ইস্কান্দার হচ্ছে তারেকের সব অপকর্মের ইন্ধনদাতা, াকন্তু তার বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেই। তিনি প্রশ্ন করেন, জেনারেল মইন ইউ আহমেদকে চার পাচজন সিনিয়র সেনা অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে তারেক, সাঈদ ইস্কান্দারের কারনে সেনা প্রধান করেন; সেটাই কি মূল কারন?

জামাতকে পৃষ্ঠপোষকতা করার আরো প্রমান হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, ব্রিগেডিয়ার বারী, জেনারেল মতিন এদের নাম। এদেরকে জামাতী উল্লেখ করে তিনি বলেন সীমাহীন পাওয়ার দেয়া হয়েছে এসব সেনা অফিসারদের হাতে।

তিনি বলেন সবাইকেই ব্লাকমেইল করা হয়েছে। যারা সারা জীবন আইনের শাষণ প্রতিষ্টার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন, আজ তারা সকলেই ডোরা সাপ বনে গেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন, ব্যারিষ্টার রোকনুদ্দিন মাহমুদ সহ আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন তিনি।

গাফ্ফার চৌধুরী বলেন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ভারতে পাত্তা পান না অথচ সেনা প্রধানকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেয়া হয় সেখানে।

তিনি বলেন এই অবস্থায় কে দেশকে ১১ জানয়ারীর সর্বনাশ থেকে উদ্ধার করবে।

আগামী ২৫ বছরে নাকি দেশের অর্ধেক অংশ পানির তলে ডুবে যাবে। আগামী বছর থেকে নাকি ৪/৫ বার প্রলয়ংকরী দুর্যোগের কবলে পড়বে বাংলাদেশ। জনসংখ্যা নাকি হবে ২৫ কোটি। এ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য ভারত ছাড়া আর কে আছে। কিন্তু ভারতেও নেতৃত্বের কোন্দল রয়েছে।

গাফ্ফার চৌধুরী বলেন এই সরকার আসলে কোন সরকার নয়। আইএ পাশ করা কয়েকজন ক্ষমতালোভী মিলিটারীর সেপাই এখন ধরে আছে হাল। তারা এতটাই কাঁচা যে ক্ষমতা পাওয়ার ৪/৫ দিনের মাথায় জেনারেল বনে যান। যেখানে লিভিয়া বা কুয়েতের মিলিটারী নেতারা সারা জীবন যুদ্ধ করেও কর্নেলের ওপরে উঠতে পারে না সেখানে ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে জেনারেল বনে যাওয়া সেনারা কিভাবে দেশকে রক্ষা করবেন।

বাংলাদেশের আর্মির অবস্থা বোঝাতে গাফ্ফার চৌধুরী বলেন সামান্য বার্মা সেনাবাহিনী যদি ইচ্ছা করে ১৪ দিনের মাথায় বাংলাদেশ দখল করে নিতে পারে। তাদের সাথে যুদ্ধে ১৪ দিনের বেশী টিকে থাকার মত শক্তি বাংলাদেশ আর্মির নেই। এই সেনা বাহিনী পোষার মানে কি।

তিনি বলেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ৫০ টাকা কেজি দরে চাল কিনে খায়। অথচ সেনা সদষ্যরা প্রঅয় বিনা খরচে রেশন পায়।

তিনি বলেন কথিত আছে জিয়ার ভাঙ্গা সুটকেস ফুলে ফেপে এই পরিবারটিকে এখন উপমহাদেশের সর্বোচ্চ ১২ ধনী পরিবারের একটির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মিনা ফারাহ্র বইয়ের প্রায় সব অংশেরই ছোটোখাটো প্রশংসা করেন গাফ্ফার চৌধুরী। জিয়া তার স্ত্রী খালেদা জিয়াকে কেন ডিভোর্স দিতে চেয়েছিলেন এই বিষয়টি বইতে না থাকায় তিনি কিছুটা হতাশা প্রকাশ করে বলেন, শোনা যায় যুদ্ধের সময় বেগম জিয়া জেনারেল জানজুয়ার সাথে ঘুরতেন। এই কারনে জিয়া তাকে ডিভোর্স দিতে চাইতেই পারেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাকে তা থেকে রক্ষা করেন।

তিনি বলেন যে খালেদা জিয়ার সংসার রক ।ষা করেছিলেন শেখ মুজিব, তারই কন্যা শেখ হাসিনা কিভাবে তার শত্রু হয়। সেই বিবেচনায় খালেদা জিয়াকে রাসুলুল্লাহ্র আমলের বিশ্বাস ঘাতক হিসাবে খ্যাত হেন্দা অথবা সিরাজদৌলার আমলের ঘষেটি বেগমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বইটতে মিনা ফারাহ্ জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের রূপকার হিসাবে উল্লেখ করাপর বিষয়টিও সমর্থন করেন গাফ্ফার চৌধুরী। তিনি বলেন সাধারনত ইসলামের কারনে যুদ্ধে কেউ মারা গেলে তাকে শহীদ বলা হয়। একজন ষড়যন্ত্রকারীকে কেন শহীদ বলা হয় তাও তার বোধগহম্য নয়।

লেখক মিনা ফারাহ বলেন বইটি তিনি বাংলাদেশের সেনা বাহিনীকে উৎসর্গ করেছেন। বইটি লেকার জন্য তিনি যে সময় ও অর্থ ব্যায় করেছেন তা দিয়ে ৩/৪ মিলিয়নের দু তিনটি ভবন করা যেতো বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন আমাদের দেশের রাজনীতির কলাম লেখকদের ভাষা দুর্বল। সেই সুযোগ তিনি নিয়েছেন। তিনি বলেন দেশে যতোদিন থাকবে জিয়াইজম ততোদিন থাকবে গোলাম আজম।

জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু হত্যা, ৪ সেক্টর কমান্ডার হত্যা, ৭৭ এর গণহত্যা সহ বহু হত্যাকান্ডের হোতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে। তিনি বলেন দেশ আজ যে অবস্থায় রয়েছে তার জন্য একমাত্র দায়ী জিয়াউর রহমান।

তিনি বলেন সেনা প্রধানকে লিখিত অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি জিয়াউর রহমানের নামে দেশের সব প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় নাম দেওয়ার। জিয়া উদ্যানকে তিনি ওয়ার মেমোরিয়াল করারও প্রস্তাব দিয়েছেন।
তিনি বলেন বইটি তিনি বানিয়ে লেখেন নি। বইটিতে যতো তথ্য আছে তার কোনটিই বানোয়াট বা উদ্ভট নয় বেশ জোরের সাথে এমন কথা বলেন মিনা ফারাহ্। তিনি বলেন বইয়ের সব তথ্যই সত্য। এর প্রতিবাদ করার সাহস কারো নেই। এই বইটি একদিন বাংলাদেশকে জিয়ামুক্ত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্যদানকালে ড. নুরুন্নবী বলেন, বইটি তিনি এখনো পড়েন নি। তবে মিনা ফারাহ্ যে ভালো লিখতে পারেন তা তিনি জানেন। তিনি জিয়া সম্পর্কে বলেন তার চরিত্রের কিছু বিশেষ দুর্বল দিক তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি যে সত্যিকার অর্থে যুদ্ধ করেন নি বেশ জোরের সাথেই বললেন ড. নুরুন্নবী। উদাহরন হিসাবে ১৭ মার্চ জয়দেবপুরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক অভিযানের বর্ননা দেন তিনি। ২৫ মার্চে জিয়ার স্বধীনতার ঘোষনাকেও তিনি বানানো বলে উল্লেখ করেন। কারন তিনি বলেন ঐ দিন জিয়াউর রহমান সোয়াত জাহাজে অস্ত্র উদ্ধারে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তিনি বেতার থেকে একটি ঘোষনা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই ঘেঅসনা মাত্র ১২ মাইল এলাকার মানুষ শুনতে পেয়েছিল। সুতরাং তিনি বলেন দেশের মানুষ তার ঘেঅষনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার যে কথা বলা হয় তা সত্য নয়।
অনুস ।টানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ম্যাসাচুসেটসের ড. মোমেন, ড. মনসুর খান, ড. জৌতি প্রকাশ দত্ত, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ।

।